ইসলামী জ্ঞান: নিত্যদিনের প্রয়োজনে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইতিহাস ও পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-র হত্যাকারী তিন পাপিষ্টের পরিচিতি

(১) গাফিকি ইবন হারব আল-উক্কি

সে ছিল সেসব ইয়েমেনি গোত্রসমূহের একজন প্রধান ব্যক্তি, যেসব গোত্র ইসলামি বিজয়ের সময় মিসরে বসতি গড়েছিল। যখন ইবনু সাবা খলীফা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নামে ভণ্ডভাবে শিয়া মতবাদ প্রচার করতে লাগলো এবং সে তার এই ফিতনার জন্য হিজাজ ও শাম অঞ্চলে কোনো উপযুক্ত সুযোগ না পেয়ে বসরা ও কুফায় কিছু অনুসারী গঠন করেই ফুস্তাতে বসতি গড়ল—তখন গাফিকি ছিল ইবন সাবার অন্যতম শিকার। সাবায়ীরা তাকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি তার লালসার দিক দিয়ে নিজেদের দিকে টেনে নেয়। আর মিসরে ইবনু সাবার ফিতনা বাস্তবায়নের ডানহাত ছিল মুহাম্মদ ইবনু আবু হুযাইফা ইবনু উতবা আল-উমাউই—যিনি এক সময় উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দয়ায় লালিত ছিলেন। আর গাফিকি ছিল নেতৃত্ব ও প্রচারের মুখ্য ব্যক্তিত্ব।

৩৫ হিজরির শাওয়াল মাসে তারা পরিকল্পনা করে মিসর থেকে মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার, তারা চারটি দলে বিভক্ত হয় এবং মোট সদস্য ছিল প্রায় ছয়শো জন। প্রতিটি দলের ছিল আলাদা নেতা এবং তাদের প্রধান নেতা ছিল এই গাফিকি। তারা বাহ্যত হজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে বলে ভান করল। মদিনায় পৌঁছার পর তাদের আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নিল, এমনকি তারা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মসজিদে নববীতে ইমামতি করা থেকেও বিরত রাখল এই গাফিকিই তখন লোকদের ইমামতি করত (তাবারী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৭)।
পরে যখন শয়তান তাদের মনে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বড় ধরনের অপরাধের সাহস জোগাল, তখন এই গাফিকি ছিল অন্যতম দুষ্কৃতিকারী—সে এক ধাতব বস্তু দিয়ে তাঁকে আঘাত করে এবং কুরআনের একটি কপি পায়ে দিয়ে লাথি মারে, ফলে তা উল্টে পড়ে (তাবারী ৫:১৩০)।
উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর মদিনা পাঁচ দিন গাফিকির অধীনে ছিল (তাবারী ৫:১৫৫)।

(২) কিনানা ইবন বিশর

এ লোকটিও ছিল ইবনু সাবার মিসরে ধরা পড়া শিকারদের একজন। যখন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবন ইয়াসিরকে মিসরে পাঠান সেখানকার গুজব ও বাস্তব পরিস্থিতি জানার জন্য, তখন যেসব সাবাইরা আম্মারকে নিজেদের দিকে টেনে নেয় কিনানা ইবন বিশর তাদের একজন ছিল (তাবারী ৫:৯৯)।
৩৫ হিজরির শাওয়াল মাসে হজের অজুহাতে তারা যখন বিভিন্ন গোত্রের লোকজন একত্র করে মদিনা অভিমুখে

রওনা দেয়, তখন মিসরে তারা চারটি দলে বিভক্ত হয় এবং কিনানা ইবন বিশর এক দলের নেতা ছিলেন (তাবারী ৫:১০৩)।
পরে সে ছিল প্রথম লোকদের মধ্যে যারা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে ঢুকে পড়ে—তার হাতে ছিল আগুনে ভেজানো কূপি, সে আমর ইবন হাজমের ঘর দিয়ে ঢোকে এবং সেই আগুনও পেছনে পেছনে প্রবেশ করে (তাবারী ৫:১২৩)।

কিনানা তুজাইবি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছে তাকে একটি প্রশস্ত ফলা দিয়ে আঘাত করে, ফলে রক্ত ছিটকে পড়ে কুরআনের আয়াত “فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৩৭)-এর উপর (তাবারী ৫:১২৬)।
সে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী নায়িলা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাত কেটে ফেলে এবং তলোয়ার দিয়ে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বুকে ভর দিয়ে তাঁকে শহীদ করে (তাবারী ৫:১৩১)।
মুহাম্মদ ইবনু ওমর আল-ওয়াকিদি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবিয যানাদ আল-মাদানি তার উস্তাদ আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনু হাশিম আল-মাখযুমি আল-মাদানির সূত্রে বলেন (যিনি ৪৩ হিজরিতে মারা যান):
“আমিরুল মু’মিনীন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে যিনি হত্যা করেছিলেন, তিনি ছিলেন কিনানা ইবন বিশর ইবনু আ’তাব আত-তুজীবি” (তাবারী ৫:১২৩)।

এই হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ওলিদ ইবনু উক্বা ইবনু আবি মুইত বলেন:
“সেই তুজীবির হাতে নিহত ব্যক্তি তিনজন শ্রেষ্ঠ মানুষের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।”
এরপর কিনানার পরিণতি ছিল, ৩৮ হিজরিতে মিসরে সংঘটিত যুদ্ধ, যেখানে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইবনু আবি বকর ও মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে ‘আমর ইবনুল ‘আস ও মুআবিয়া ইবন হুদায়জ আল-সুকূনি'র সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই হয়, তাতে কিনানা নিহত হয় (তাবারী ৬:৫৮-৬০)।

(৩) সুদান ইবনু হুমরান আস- সুকূনী

এই সুদান ছিল সুকূনী গোত্রভুক্ত, যা ইয়েমেনি মুরাদ গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং যারা মিসরে বসবাস করছিল। সে ১৪ হিজরিতে সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে ইয়েমেনি বাহিনীর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মিসর থেকে এসেছিল—যার নেতৃত্বে ছিলেন হুসাইন ইবনু নুমাইর ও মু'আবিয়া ইবন হুদাইজ।
তখন আমিরুল মু’মিনীন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরিদর্শন করেন এবং তিনি যখন সুদান ইবন হুমরান ও তার সাথী খালিদ ইবনুল মুলজামকে দেখেন, তখন তিনি তাঁদেরকে অশুভ মনে করেন ও অপছন্দ করেন।
এরপর যখন আমিরুল মু’মিনীন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবন ইয়াসিরকে মিসরে পাঠান সেখানকার মিথ্যা গুজবের উৎস ও বাস্তব অবস্থা জানার জন্য, তখন যেসব সাবাই (ইবনু সাবার অনুসারীরা) আম্মারকে ঘিরে ধরে—সুদান ইবন হুমরান ছিল তাদেরই একজন (তাবারী ৫:৯৯)।

৩৫ হিজরির শাওয়াল মাসে, যখন সাবাইরা মিসরে অবস্থানরত ইয়েমেনি গোত্রের বিভিন্ন লোকদের নিয়ে ফিতনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে এবং তাদেরকে মদিনার দিকে পাঠায়—তারা এই বাহিনীকে চারটি দলে ভাগ করে দেয়। সুদান ছিল তাদের একটি দলের নেতা (তাবারী ৫:১০৩)।

যখন এই ফিতনাকারীরা মদিনায় পৌঁছে যায় এবং সাহাবি মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাদের সামনে আসেন এবং তাদেরকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হক ও তাদের কাঁধে থাকা বাইআতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন—তখন দেখা গেল তারা চারজন নেতার অধীনে চলছে এবং তাদের একজন ছিল এই সুদান (তাবারী ৫:১১৮)।
তাবারীর ইতিহাস (৫:১৩১)-এ উল্লেখ আছে যে, সুদান ও অন্য কয়েকজন ‘আমর ইবন হাযমের বাড়ির দেয়াল টপকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে প্রবেশ করে।
তাবারীর ইতিহাসে (৫:১৩০)-তে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তাদের সংঘটিত বড় অপরাধের কিছু বিবরণ রয়েছে, যাতে সুদানের অংশগ্রহণের কথাও আছে।
আর যখন তাঁরা আমিরুল মু’মিনীন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে ফেলে, তখন সুদান ঘর থেকে বের হয়ে চিৎকার করতে থাকে: "আমরা উসমান ইবনু আফফানকে হত্যা করেছি!"
(তাবারী ৫:১২৩)।

ফুটনোট

https://www.facebook.com/abubakar.m.zakaria/posts/pfbid02EyVxzHLBSyGUMrgWcyC8NB4LZhnuNRmU1kkKnftNyTJQ4TjHeHkPaY5jMoSYtfpkl

---

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15113

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন